যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রাবির সমস্যা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ নাই। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বলা যায় সবচাইতে খারাপ। গত পাঁচ বৎসরে চারদলীয় জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এবং শিবির দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়কে একরকম কব্জা করিয়া ফেলিয়াছে। দলীয়করণ ও দুর্নীতি, বিধিবহির্ভূতভাবে প্রশাসন পরিচালনা, স্বেচ্ছাচারিতা সর্বোপরি মৌলবাদীদের অন্ধ নিগড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হইয়াছে বদ্ধ জলাশয়ে। সেইখানে আদৌ শিক্ষার কোন পরিবেশ নাই। শনিবার রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক সমাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর নিকট বিগত পাঁচ বৎসরের অনিয়ম-অব্যবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়া এক স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট মোতাবেক সিনেট নির্বাচিত প্রফেসর এম সাইদুর রহমান খানকে উপাচার্য পদ হইতে অপসারণ করিবার পর শুরু হয় জোট সরকারের মিশন। কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করিয়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাহী আদেশে অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করা হয়। বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ, প্ল্যানিং কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া বিধিবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের বাদ দিয়া অযোগ্য দলীয় প্রার্থী নিয়োগদান, সরকারদলীয় ক্যাডারদের নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করিয়া দেওয়া, একাধিক শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত শিক্ষক-কর্মচারীদের পদোন্নতি না দিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিবার অভিযোগ তুলিয়া ধরা হইয়াছে স্মারকলিপিতে। উল্লেখ করা আবশ্যক, ২০০৪ সালের ১৭-১৯ এপ্রিল জামায়াত-শিবির ও বিএনপি-ছাত্রদলপন্থী বিবেচনায় ৫৪৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগদান করা হয় কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ-না করিয়া। উহা লইয়া সেই সময় কম হৈচৈ ও লেখালেখি হয় নাই। উহার পরও তাহাদের চাকরি স্থায়ী করা হইয়াছে। কেবল দলীয় বিবেচনায় তিন শতাধিক শিক্ষক এবং আরও ২১২ জন কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে 'অসাধারণ সিন্ডিকেট' সভায়। দলীয়করণ ছাড়াও উহার পিছনে রহিয়াছে 'বাণিজ্য'। দুইজন সদস্য আপত্তি উত্থাপন করিলেও উহা গ্রাহ্য করা হয় নাই। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনুস এবং প্রফেসর ড. এস আবু তাহের হত্যাকাণ্ডের বিচার তো দূরের কথা, অদ্যাবধি চার্জশিটও দাখিল হয় নাই। শিক্ষক হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামিকে পরীক্ষা দিবার সুযোগও করিয়া দিয়াছেন উপাচার্য। এক কথায় চারদলীয় শাসনামলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করিয়া একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের খপ্পরে পড়িয়া ক্যাম্পাসে যাহা খুশি তাহা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের কর্মকাণ্ডে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ এবং ছাত্র সংগঠনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড়িতে পারিত না। উহার দায় বিএনপি-জামায়াত মদদপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপরই বর্তাইবে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আজ কলুষিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ থাকিতে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম, বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে দলীয় নিয়োগ, চাহিদার অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ ইত্যাদি কিভাবে ঘটিয়াছে, উহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। যাহাদের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এইরূপ নৈরাজ্যকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় হইল মেধা, মননশীলতা, পরিশীলিত আচরণ সর্বোপরি সুশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র। যেই কোন মূল্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে হইবে।